দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 10 MAR 1992
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৭ ...

26

পরিস্থিতি উত্তপ্ত ঃ ভিসির নেতৃত্বে শিক্ষকদের বৈঠক

ক্যাম্পাসে মুজিববাদী ছাত্র লীগের দুই গ্রুপের মধ্যে আবার গুলী বিনিময়

।। স্টাফ রিপোর্টার ।।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় গতকাল রাতে মুজিববাদী ছাত্র লীগের বিবদমান দুই গ্রুপের মধ্যে আবারো ব্যাপক গুলী বিনিময় হয়। এর জের হিসেবে কাটাবন, এ্যালিফেন্ট রোড, নীলক্ষেত ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় রাত ১১টায় ঐ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত থেমে থেমে গুলী ও বোমাবাজি হয়। এর ফলে গোটা এলাকায় আতংক ছড়িয়ে পড়ে। তবে কোন হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, রাত সোয়া ৯টায় মুজিববাদী ছাত্র লীগের থার্ড ওয়ার্ল্ড গ্রুপ বিশ্ববিদ্যালয় হল এলাকার দিক থেকে জহুরুল হক হলের দিকে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে উক্ত হল এলাকা থেকে দলের অপর গ্রুপের সদস্যরা গুলীবর্ষণ শুরু করে। এতে থার্ড ওয়ার্ল্ড গ্রুপের সদস্যরাও পাল্টা গুলী ছুঁড়ে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, দুই গ্রুপের মধ্যে শতাধিক রাউণ্ড গুলী বর্ষিত হয়। এ সময় বেশ কিছু হাত বোমাও বিস্ফোরিত হয়। মুজিববাদী-ছাত্র লীগের বিবদমান দুই গ্রুপের সংঘর্ষের জের হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে উত্তেজনা অব্যাহত রয়েছে। গতকাল ক্যাম্পাসে ও হলগুলোতে ছাত্র-ছাত্রীদেরকে সন্ত্রস্ত অবস্থায় দেখা গেছে।

এদিকে গতকাল ভিসি প্রফেসর মনিরুজ্জামান মিয়ার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভোস্ট, আবাসিক শিক্ষক, সহ-আবাসিক শিক্ষক, প্রকটর ও সহকারী প্রক্টরদের এক যৌথ সভায় বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়। সভায় সামগ্রিক পরিস্থিতির ক্রমাবনতি ঘটছে বলে মত প্রকাশ করা হয়।

সভায় অভিমত ব্যক্ত করা হয় যে, বিভিন্ন সূত্রে প্রাপ্ত তথ্য থেকে এমন মনে করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে যে, হলসমূহে প্রচুর

শেষ পৃঃ ৫-এর কঃ দেখুন

ক্যাম্পাস

প্রথম পৃষ্ঠার পর

অস্ত্র-শস্ত্রের আমদানী ঘটেছে। আলোচনায় এ বিষয়টিও সুস্পষ্ট হয় যে, ক্যাম্পাসে বহিরাগতদের আনাগোনাও বৃদ্ধি পেয়েছে। যার ফলে আইন-শৃংখলা পরিস্থিতি যে-কোন সময় মারাত্মক রূপ নিতে পারে। প্রকৃতপক্ষে ক্যাম্পাসে এখন কেউই নিরাপদ বোধ করছেন না।

সভায় বিশেষ পরিতাপের সাথে লক্ষ্য করা হয় যে, বিভিন্ন দল বা সংগঠন অস্ত্রের মাধ্যমে ক্যাম্পাসে তাঁদের রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের বা মতপার্থক্যের সমাধা করতে চাচ্ছে। সমস্যাটি যেহেতু মূলত রাজনৈতিক, তাই বিশ্ববিদ্যালয়কে রণক্ষেত্র হিসাবে ব্যবহার না করার জন্য বিবদমান দলগুলোর প্রতি আহবান জানানো হয়। সভার অপর এক সিদ্ধান্তে নির্বিচারে সকল আবাসিক হল থেকে অস্ত্র উদ্ধার ও বহিরাগতদের গ্রেফতারের জন্য আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীকে আহবান জানানো হয়। হল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আশু বাস্তবায়নের জন্য কতগুলো পদক্ষেপ চিহ্নিত করে অপর একটি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

ছাত্র লীগে ২৫ জনের বিবৃতি

গতকাল মুজিববাদী ছাত্র লীগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সূর্যসেন ও জিয়া হল শাখার ২৫ জন নেতা-কর্মী এক বিবৃতিতে বলেন যে, সংগঠনের সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব মনিরুজ্জামান বাদলের হত্যাকারী কেউ এ হলে আশ্রয় নেয়নি। আমরা ছাত্র লীগ নেতৃবৃন্দ ক্যাম্পাসে বিভিন্ন সন্ত্রাসী ঘটনার কারণে দীর্ঘদিন যাবৎ জহুরুল হক হল, সূর্যসেন হল এবং এস, এম, হলে অবস্থান করছিলাম। কিন্তু, মিলন হত্যাকারীদের সহযোগিতায় আলম-চক্র বরিশাল-ফরিদপুর গ্রুপের সৃষ্টি করে আমাদের আশ্রিত রুম ভাঙচুর, লুটপাট করে এবং আমাদেরকে ঐসব হল ত্যাগ করতে বাধ্য করে। আমরা সংগঠনের সভাপতি, সাধারণ সম্পাদককে বিভিন্ন সময়ে ছাত্র লীগের উপ-দলীয় কোন্দল, আঞ্চলিকতা, হল লুটপাটের কথা অবহিত করলেও আলম চক্র তাদের হীন স্বার্থ চরিতার্থ করার মানসিকতায় সমস্যা সমাধানে পলায়নী মনোবৃত্তি প্রকাশ করে। আমরা হল কর্তৃপক্ষকে মৌলিকভাবে জানিয়ে বন্ধু-বান্ধবের সহায়তায় সূর্যসেন হলে উঠতে বাধ্য হই। আমরা উক্ত হলদ্বয়ের ছাত্র লীগ নেতা-কর্মী অবিলম্বে জহুরুল হক হল, এস, এম, হল, জগন্নাথ হল থেকে মিলন, লিটন হত্যাকারীসহ বিভিন্ন ডাকাতি মামলার আসামী, মকিম গাজীর সহযোগী হিসেবে যাদের নাম পত্রিকায় এসেছে তাদেরকে সংগঠন এবং হল থেকে বহিষ্কার করে ক্যাম্পাসে সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরিয়ে আনার জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপ কামনা করছি। আমরা দ্ব্যর্থহীনভাবে বাদলের প্রকৃত খুনীদের গ্রেফতার ও বিচার এবং সংগঠনের ভাবমূর্তি ফিরিয়ে এনে জননেত্রী শেখ হাসিনার হাতকে শক্তিশালী করার আহবান জানাচ্ছি। বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেন সূর্যসেন হলের পক্ষে জনাব আশরাফুল হায়দার চৌধুরী, জনাব আকবর হোসেন মিরন এবং জিয়া হলের পক্ষে জনাব মোহাম্মদ সোহরাওয়ার্দী, জনাব মোহাম্মদ মনিরুল ইসলাম প্রমুখ।